গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা

...

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি সচিব
সভার তারিখ	২৮ নভেম্বর, ২০২৩
সভার সময়	সকাল ১১:০০ টা
স্থান	সভাকক্ষ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক' তে প্রদর্শিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে সভাপতির অনুমতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব(উন্নয়ন) প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন । তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪৮৪৯.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে আপল্যান্ড তুলা চাষ সম্প্রসারণ। প্রকল্পের শুরু হতে ২৭ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৭৭১.৪৩ লক্ষ টাকা (১৫.৯১%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১৬%। বর্তমানে প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭.৮৫% (৩৮০.৪৩ লক্ষ টাকা) ব্যয় বৃদ্ধি করে মোট ৫২২৯.৬৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

২। **আলোচনা:**

২.১। সভায় সভাপতি 'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের কারণ ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের কিছু অঙ্গের ব্যয় ও পরিমানের হ্রাস/বৃদ্ধি ও আবশ্যকীয় কিছু অংঙ্গের অন্তর্ভূক্তির কারণে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি জানান যে, প্রকল্প সংশোধনের মূল কারণ হচ্ছে: (ক) সরকারিভাবে সারের মূল্য বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক মন্দার কারণে কৃষিজ মালামালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিপিপিতে উল্লিখিত দরে কৃষিজ যন্ত্রপাতিসহ সার ক্রয় করা সম্ভব নয় বিধায় বর্ধিত দরেউক্ত আইটেমসমূহ ক্রয়ের নিমিত্ত ডিপিপিতে অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সমন্বয় করা প্রয়োজন; (খ) প্লট প্রতি উৎপাদন আশানুরুপ না হওয়ায় ধান, তুলা ও জুম চাষ প্রদর্শনী কমানো এবং জৈবসার উৎপাদনে কৃষকদের আগ্রহী করার লক্ষ্যে ভার্মি কম্পোন্ট সার প্রদর্শণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন- এতে কৃষকরা নগদ অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবে; (গ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ পরিপত্রের আলোকে প্রশিক্ষণ ব্যয় এবং আউটসোর্সিং সেবার মাসিক সেবামুল্য বৃদ্ধি পাওযায় প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রয়োজন; (ঘ) তিন পার্বত্য জেলা উপজেলাসমূহ হতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মালামাল পরিবহনের লক্ষ্যে হায়ারিং চার্জ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি সমন্বয়; (ঙ) আপ্যায়ন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য বর্তমানে কোন কোড না থাকায় নতুন কোড সৃজন ও ব্যয় নির্ধারণ। এছাড়া কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে নেপসেক স্পেয়ার , পাওয়ার ট্রিলার ও প্যান ব্যালেন্স (তুলা পরিমাপের জন্য) এর সংখ্যা ও বাজার দর বিবেচনায় ব্যয় বৃদ্ধি; এবং (চ) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জিনিং মেশিনের সংখ্যা ৬টি হতে হ্রাস করে ৩টি এবং অন্যদিকে বেল প্রেসিং মেশিনের সংখ্যা ১টি হতে বৃদ্ধি করে তিন জেলার জন্য ৩টি মেশিনের বর্তমান বাজারমুল্য বিবেচনায় মূল্য বৃদ্ধি। প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় স্থাপনের লক্ষ্যে ১টির পরিবর্তে ৩টি জিনিং শেড ও ষ্টোররুম সংযোজন করা হয়েছে । এছাড়া প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে চাহিদার ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে অন্যান্য ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে । উল্লেখ্য, প্রকল্পটি

ফেবুয়ারি ২০২০খ্রি: হতে অনুমোদিত হয়ে থাকলেও আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সময় লেগে যায় । এছাড়া প্রকল্প পরিচালকের পদ শূন্য থাকার কারণে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে । তাই প্রকল্পের সার্বিক দিক বিবেচনাপূর্বক এবং সুষ্ঠভাবে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭.৮৫% (৩৮০.৪৩ লক্ষ টাকা) ব্যয় বৃদ্ধি করে মোট ৫২২৯.৬৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণপূর্বক মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেন।

২.২। সভার শুরুতেই সভাপতি বলেন যে, একটি প্রকল্প অনুমোদনের পর কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব করা কোনভাবেই সঠিক হয়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বশীলতার ঘাটতি ছিল। আগামীতে প্রকল্প অনুমোদনের পরই কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি না করে আন্ত:অঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব কিনা জানতে চান। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বেশ কিছু আইটেম (কেঁচো সার/ভার্মি কম্পোষ্ট সার প্রদর্শনী,কুইক কম্পোষ্ট সার প্রদর্শনী) বৃদ্ধি এবং সারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ব্যয় ৭.৮৫% বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২.৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মতামত ব্যক্ত করেন যে, কিছু কিছু আইটেম (পুরস্কার, মুদ্রণ বাধাই, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রী, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, স্পেয়ার পার্টস, পোল ডিসপ্লে, বেল প্রেসিং মেশিন এবং আনুষাঙ্গিক উপকরণসহ ইনস্টলেশন, পাওয়ার টিলার, ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুট পাম্প, প্যান ব্যালান্স, পোর্টেবল সেচ পাম্প আনুষাঙ্গিক উপকরণসহ, অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রে ১০০-৩০০% বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে, যা সঠিক প্রতীয়মান হচ্ছে না। বাস্তবতার নিরীক্ষে প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব করা প্রয়োজন।

২.৪। সভার এ পর্যায়ে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, সকল কৃষকের প্রদর্শনী প্লট করার সময় জমিতে ইউরিয়া, টিএসপি, এমইপি সার দেয়া হচ্ছে কিন্তু উক্ত সময় ভার্মি কমপোস্ট তৈরি বা ব্যবহার না করে পরবর্তীতে এই ভার্মি কমপোস্ট সার প্রর্দশনী তৈরি এবং ব্যবহারের যৌক্তিকতা জানানো জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, যেহেতু ভার্মি কমপোস্ট সার প্রর্দশনী প্লট তৈরি সময় সাপেক্ষ তাই শুরুতে কৃষকদের ইউরিয়া, টিএসপি, এমইপি সার দেয়া হচ্ছে এবং পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য ভার্মি কমপোস্ট সার প্রর্দশনী তৈরির প্লট তৈরি করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, বর্তমানে ডিপিপিতে যে পরিমাণ ভার্মি কমপোস্ট সার প্রর্দশনী প্লট ধরা হয়েছে তার অতিরিক্ত করার প্রয়োজন নেই।প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের সবকিছুই বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে যখন প্রকল্প থাকবেনা তখন যেন তারা নিজ উদ্যোগে করে এ বিষয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি আরও বলেন যে, যেখানে প্রদর্শনী প্লট কমে যাচ্ছে সেখানে প্রকল্প ব্যয় কমার কথা সেখানে না কমে ৭.৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি প্রকল্প সংশোধনী প্রস্তাবটি পুণরায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই করে পুণরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি আরো বলেন যে,

২.৫। পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি না করে প্রকল্পের বিদ্যমান অঙ্গসমূহের মধ্যে আন্ত:অঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প সংশোধন করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি খুবই কম। চলতি অর্থবছর হতে প্রকল্পের কাজের গতি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, পাহাড়ের জন্য প্রকল্পটি খুবই উপযোগী একটি প্রকল্প। তিনি পাহাড়ের ক্ষতিসাধন না করে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ জানান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এই প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে কৃষি জমিতে এবং দুই পাহাড়ের ঢালে করা হচ্ছে। তাই পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধন করা হচ্ছেনা।

২.৬। ভাইস-চেয়ারম্যান সভাকে অবহিত করেন যে, সারা দেশে তুলার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সফলভাবে করা সম্ভব হলে, দেশের অর্থনীতি তুলা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে এবং পাহাড়ের পূর্বে প্রচলিত কাপার্সমহল নাম ফিরে পাবে। তাছাড়া প্রকল্প পাহাড়ের কোনরূপ ক্ষতিসাধন না করে উপরন্তু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি আরো জানান যে, সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্প সংশোধনী প্রস্তাবটি পুণরায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই করে পুণরায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।

২.৭। সভাপতি জানান যে, বাস্তবতার নিরীক্ষে প্রকল্পের মূল প্রাক্কলন ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে আন্ত:অঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প সংশোধন প্রস্তাবটি পর্যালোচনাক্রমে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব পুণরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৩.১) মূল ডিপিপিতে উল্লিখিত ভার্মি কমপোস্ট প্রর্দশনী প্লটের পরিমান অপরিবর্তীত থাকবে।

৩.২) প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং

৩.৩) প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সভায় উপস্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই বাছাই করে পুনর্গঠিত আরডিপিপি প্রস্তাব আগামী ১৫/১২/২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.০০০.১৪.০০৫.২২.১০৪

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১০ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

৩) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

৬) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৭) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৮) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৯) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর , পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

১০) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১১) অতিরিক্ত সচিব, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

১২) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৩) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

১৪) উপসচিব, বাজেট / প্রশাসন-২ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৫) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৬) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)

১৭) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

১৮) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার

কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)